গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন অধিদপ্তর
১৪১-১৪৩,মতিঝিল বা/এ(৮মতলা)
ঢাকা-১০০০।

১। **দপ্তরের নাম ও ঠিকানা :** **নৌপরিবহন অধিদপ্তর**
১৪১-১৪৩, মতিঝিলবা/এ, ঢাকা-১০০০।

২। **ওয়েবসাইট** : www.dos.gov.bd
ই-মেইল : info@dos.gov.bd
ফোন : ৯৫১৩৩০৫
ফ্যাক্স : ৯৫৮৭৩০১

৩। **পরিচিতি**

নৌপরিবহন অধিদপ্তর নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি সরকারী রেগুলেটরী সংস্থা। সংস্থাটি মেরিটাইম প্রশাসন হিসাবে অভ্যন্তরীণ নৌযান এবং সমুদ্রগামী জাহাজের নিরাপত্তা ও পরিবেশ দূষণ রোধে কার্যক্রম গ্রহণ ছাড়া ও জাহাজে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ও সনদায়ন এবং নৌ-বাণিজ্যের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। Inland Shipping Ordinance (ISO) 1976, Merchant Shipping Ordiance (MSO) 1983, বাংলাদেশ পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯ ও বাংলাদেশ বাতিঘর আইন, ২০২০ এবং এর আওতায় প্রণীত বিধিমালা এবং আন্তর্জাতিক মেরিটাইম কনভেনশন বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই অধিদপ্তর কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। অধিদপ্তরের প্রশাসনিক আওতাধীন নিম্নোক্ত কার্যালয়সমূহ রয়েছে :

(১) নৌ বাণিজ্য অফিস, চট্রগ্রাম,
(২) সরকারী শিপিং অফিস, চট্রগ্রাম,
(৩) প্রকৌশলী ও জাহাজ জরিপকারকের কার্যালয়, ঢাকা/নারায়নগঞ্জ/বরিশাল ও খুলনা
(৪) ইন্সপেক্টরেট অব ইনল্যান্ড শিপস, প্রধান কার্যালয়/সদরঘাট, ঢাকা/নারায়নগঞ্জ/চাঁদপুর/ পটুয়াখালী/ বরিশাল/ খুলনা/চট্রগ্রাম/চামড়া বন্দর/ মোংলা।
(৫) আঞ্চলিক নৌযান সার্ভে এন্ড রেজিষ্ট্রেশন/পরিদর্শন অফিস, ঢাকা/চট্টগ্রাম/ কক্সবাজার/ চাঁদপুর/ভৈরব/ ভোলা/রাঙ্গামাটি।

৪। ভিশন ও মিশন

ভিশনঃ নিরাপদ, পরিবেশবান্ধব এবং দক্ষ নৌ-চলাচল ব্যবস্থা ।

মিশনঃ দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক নৌসংক্রান্ত আইন প্রয়োগের মাধ্যমে দক্ষ, নিরাপদ এবং পরিবেশ বান্ধব নৌচলাচল ব্যবস্থা নিশ্চিত করণ।

৫। নৌ-পরিবহন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

১। সমুদ্রগামী, ফিশিং, কোস্টাল এবং অভ্যন্তরীণ জাহাজ রেজিষ্ট্রেশন, সার্ভেকরণ এবং নতুন জাহাজ নির্মানের নকশা অনুমোদন;

২। সমুদ্রগামী, ফিশিং এবং অভ্যন্তরীণ জাহাজের কর্মকর্তা/নাবিকদের আন্তর্জাতিক মেরিটাইম সংস্থা (আইএমও) এর প্রবর্তিত পদ্ধতি অনুসারে আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত মেরটাইম প্রশিক্ষন মনিটরিং, পরীক্ষা গ্রহন এবং সনদ প্রদান;

৩। নৌপথের নিরাত্তায় ভ্রাম্যমান নৌ-আদালত পরিচালনা করা এবং মেরিন কোর্ট নৌ সংক্রান্ত মামলা দায়ের ও বিচার কার্য পরিচালনায় প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান;

৪। বাংলাদেশী বন্দরে আগত বিদেশী জাহাজ সমূহের উপযুক্ততা নির্দ্ধারণে পোর্টস্টেট কন্ট্রোলের আওতায় পরিদর্শন করন কার্যক্রম পরিচালনা করা;

৫। বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দরে জাহাজের আগমন-নির্গমন অনুমতি প্রদান;

৬। নৌযান সমূহকে দিকনির্দেশনা সুবিধা প্রদানের জন্য উপকূলে বাতিঘর পরিচালনা;

৭। The International Ship and Port Facility Security (ISPS)কোড বাস্তবায়নে কার্যক্রম পরিচালনা করা;

৮। বাংলাদেশের জলসীমায় বিপদগ্রস্থ জাহাজ উদ্ধার ও অনুসন্ধান কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করা;

৯। মেরিটাইম বিধি-বিধান প্রণয়ন ও প্রয়োজনমত সংশোধনের কার্যক্রম পরিচালনা;

১০। বাংলাদেশ কর্তৃক স্বাক্ষরিত নৌ-সম্পর্কীয় আন্তর্জাতিক কনভেনশন সমূহ বাস্তবায়ন এবং দেশের স্বার্থে আন্তর্জাতিক মেরিটাইম কনভেনশন অনুসমর্থনের কার্যক্রম;

১১। অন্যান্য মেরিটাইম দেশের সাথে সম্পাদিত শিপিং চুক্তি বাস্তবায়ন করা;

১২। বাংলাদেশ পতাকাবাহী জাহাজের ব্যবসায়িক স্বার্থ সংরক্ষণ;

১৩। বিদেশী সমুদ্রগামী জাহাজে বাংলাদেশী নাবিকদের নিয়োগ এবং বেতন-ভাতা পাওয়ার ব্যাপারে বাংলাদেশী নাবিকদের স্বার্থরক্ষা করা;

১৪। রপ্তানী পণ্য ওজন সংক্রান্ত Verified Gross Mass এর অনুমতি প্রদান।

৬। দপ্তরের জনবলঃ

নৌপরিবহন অধিদপ্তর ও ইহার অধীনস্ত অফিসসমূহসহ সর্বমোট অনুমোদিত/মঞ্জুরীকৃত জনবলের সংখ্যা ৩৮১ জন। উহার শ্রেনী বিন্যাস নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

শ্রেণী	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থশ্রেণী	মোট শ্রেণী
জনবল	৭৭	৬৭	১৫৯	৭৮	৩৮১

অফিস ভিত্তিক ও নবসৃষ্ট জনবলের শ্রেণী বিন্যাস নিম্নরূপঃ

শ্রেণী	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থশ্রেণী	মোট শ্রেণী
নৌপরিবহন অধিদপ্তর ও অভ্যন্তরীণ জাহাজ পরিদর্শনালয়	২০	১৬	৭৩	৩৭	১৪৬

নৌ-বাণিজ্য দপ্তর, চট্টগ্রাম	৬	১	২৩	১৭	৪৭
সমুদ্র পরিবহন অফিস, চট্টগ্রাম	২	২	২২	৬	৩২
অস্থায়ী ভিত্তিতে নবসৃষ্ট জনবল	৪৯	৪৮	৪১	১৮	১৫৬

১৯৭৬ সনে নৌপরিবহন অধিদপ্তর সৃষ্টি এবং প্রশাসনিক পুনঃবিন্যাস সংক্রান্ত এনাম কমিটির রির্পোটের পর অধিদপ্তরের জনবল তেমন বৃদ্ধি করা হয়নি বললেও চলে, যদিও এই সময়ে অধিদপ্তরের বিভিন্ন কর্মকান্ড ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। নদীমার্তৃক ও সমুদ্র উপকুলবর্তী বাংলাদেশের নৌপরিবহন সেক্টর অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। এই সেক্টর সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য এবং দেশের অভ্যন্তরীণ, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নৌপরিবহন ব্যবস্থা বিবেচনাপূর্বক নৌপরিবহন অধিদপ্তরকে শক্তিশালী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে নৌপরিবহন অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে ১৫৬টি পদ সৃষ্টি করা হয়। সৃষ্টিকৃত উক্ত জনবল নিয়োগ করা সম্ভব হলে তাদের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ও তদারকীর ফলে অভ্যন্তরীণ নৌ-দুর্ঘটনা হ্রাস পাবে। ফলে জনসাধারণের জানমাল রক্ষাসহ আইনের আওতাবহিভুত নৌযানসমূহকে আইনের আওতায় আনয়নের ফলে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে। কারিগরী জনবল বৃদ্ধির ফলে প্রশিক্ষণ ও সনদায়ন ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে দেশী-বিদেশী জাহাজে বাংলাদেশী মেরিন অফিসার ও নাবিক নিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। সে কারণে একদিকে যেমন প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় বৃদ্ধি পাবে অপরদিকে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে। যা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে সহায়ক হবে।

নবসৃষ্ট পদ হতে ইতোমধ্যে ২০জন ১ম ও ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ১৯টি পদে কর্মচারী নিয়োগের আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই সম্পন্ন হয়েছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির উন্নতি হলে দ্রুতই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। নবসৃষ্ট পদের যে সমস্ত পদের নিয়োগবিধি নেই, উক্ত পদসমূহের জন্য এবং অধিদপ্তরের বিদ্যমান নিয়োগবিধি হালনাগাদ করে নৌপরিবহন অধিদপ্তরের প্রস্তাবিত নিয়োগবিধি বর্তমানে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়/জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন রয়েছে। প্রস্তাবিত নিয়োগবিধি অনুমোদিত হলে নতুন পদসমূহে নিয়োগ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

৭। ২০২০-২১ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

- ২০২০-২১ অর্থ বৎসরে নৌপরিবহন অধিদপ্তরের নবসৃষ্ট পদ হতে ১টি প্রসিকিউটিং অফিসার ও ১টি পরিদর্শক পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং ১টি শূন্য পরিদর্শক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। শূন্য ১টি সিস্টেম এনালিস্ট পদের মৌখিক পরীক্ষা পিএসসি কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়েছে। শূন্য ১৫টি পরিদর্শক পদে ৩৮তম বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্য হতে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশের জন্য পিএসসির চাহিদা মোতাবেক রিকুইজিশন ফরম পুরণ করে প্রেরণ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশের সরকারী/বেসরকারী মেরিটাইম ট্রেনিং ইন্সটিটিউটসমূহের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অন-লাইন মনিটরিং এর আওতায় আনা হয়েছে। বেসরকারী মেরিটাইম ট্রেনিং ইন্সটিটিউট সমূহে পরিচালিত বিভিন্ন কোর্সের রেজিষ্ট্রেশন নাম্বার অন-লাইনে প্রদান করা হচ্ছে, সকল ধরণের মেরিটাইম সনদ জারীতে অনলাইন সিস্টেম প্রবর্তন করা হয়েছে। ফলে বাংলাদেশী নাবিকদের বিদেশী জাহাজে নিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে। নাবিক নিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রায় দেশের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
- কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশী সীফেয়ারারদের দেশে ও বিদেশে চাকুরীর বাজার বজায় রাখার জন্য Online Appointment System Software for Exam এবং Standard Operation Procedure (SoP) প্রস্তুত করা হয়েছে;

- বাংলাদেশী সীফেয়ারারদের International Maritime Organization (IMO) কর্তৃক কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে 'অত্যবশীয় কর্মী' (Key Worker) ঘোষণা করা হয়েছে ও করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) টিকা প্রাপ্তিতে সিফেয়ারারদের অগ্রাধিকার প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে।
- সীফেয়ারারদের সমুদ্রগামী জাহাজে যোগদানের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত বেসরকারি অথবা বিদেশী পাসর্পোটধারীদের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হাসপাতাল/প্রতিষ্ঠানসমূহে কোভিড-১৯ পরীক্ষা গ্রহন ও সনদ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে;
- কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশী সীফেয়ারারদের চাকুরীর বাজার বজায় রাখার স্বার্থে মেরিটাইম প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ পরিচালনা অব্যাহত রাখার জন্য Standard Operation Procedure (SoP) প্রস্তুত করা হয়েছে;
- বাংলাদেশী অফিসার ও নাবিকদের Certificates of Competency (CoC) and Certificates of Proficiency (CoP), Medical certificate, Continues Discharge Certificate (CDC) এবং জাহাজের Extension of mandatory surveys, audits and expiry of statutory certificates, Extension of Seafarers Employment Agreements (SEA) , Minimum Safe Manning Document (MSMD) ও Port State Control বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান পূর্বক সার্কুলার দেয়া হয়েছে;
- এসটিসিডব্লিউ কনভেনশন অনুসারে বাংলাদেশে পরিচালিত সার্টিফিকেট অব কম্পিটেন্সি (সিওসি)স্বীকৃতির বিষয়ে ডেনমার্ক, পালাও,বেলজিয়ামের সাথে পারস্পরিক সমঝোতা স্বাক্ষর করা হয়েছে।
- EGIMNS প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন ও কুতুবদিয়ার বাতিঘর সমূহ আধুনিকায়ন করে পুনঃনির্মান, কোষ্টাল রেডিও ষ্টেশনসহ কুকরি মুকরিতে , দুবলারচর, নিঝুমদ্বীপ, ও কুয়াকাটায় কোষ্টাল রেডিও ষ্টেশনসহ ৪টি নতুন বাতিঘর স্থাপন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে;
- সরকারী সিদ্ধান্ত মোতাবেক অধিদপ্তরের সাথে সম্পর্কিত আইন সমূহ সংশোধন পূর্বক বাংলায় প্রণয়নের অংশ হিসাবে The Lighthouse Act,1927 সংশোধন পূর্বক বাংলাদেশ বাতিঘর আইন, ২০২০ চুড়ান্ত অনুমোদন করা হয়েছে। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌঅধ্যাদেশ ১৯৭৬ এবং মার্চেন্ট শিপিং অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ সংশোধন পূর্বক খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে, যা চুড়ান্ত অনুমোদন পর্যায়ে রয়েছে। বাংলাদেশ পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯ এর আওতায় বিধির বিধির খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।
- সরকারী/বেসরকারী মেরিটাইম প্রশিক্ষন প্রতিষ্ঠানে সমন্বিত ক্যাডেট ভর্তি পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে উপযুক্ত সফটওয়ার তৈরী করে ভর্তির জন্য আবেদন গ্রহণ করা এবং উপযুক্ত প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।

৮। ২০২০-২১ অর্থ বছরের উন্নয়ন প্রকল্প বিবরণ :

Establishment of GMDSS & Integrated Maritime Navigation System (EGIMNS) শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীর রয়েছে;

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

১. Turn-Key পদ্ধতিতে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় অবস্থিত বাতিঘর সমূহ আধুনকায়ন এবং নতুন বাতিঘর ও কোষ্টাল রেড়িও স্টেশন স্থাপন, ঢাকায় একটি Command & Control Centre (C&C) স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশের জলসীমায় অবস্থানরত জাহাজের সাথে ২৪ ঘন্টা যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাসহ নৌনিরাপত্তা, Security ও Surveillance ব্যবস্থা প্রবর্তন,
২. নৌসহায়ক যন্ত্রপাতি স্থাপন ও পরিচালনা করা,
৩. আন্তর্জাতিক কনভেনশনের চাহিদা পূরণ,
৪. আধুনিক Navigational সহায়তা ও Vessel Traffic ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নৌনিরাপত্তা প্রসারিত করা,
৫. Maritime Search & Rescue কার্যক্রমে সমন্বয় সাধন এবং
৬. সরকারের Digital Bangladesh গড়ায় সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

EGIMNS প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত আর্থিক বিবরণ :

- **প্রকল্পের মোট বরাদ্দ (ডিপিপি):** ৬৮৭০৩.১৪ লক্ষ টাকা (জিওবি- ৩৯৪৯০.৯১ লক্ষ টাকা, ডিপিএ- ২৯২১২.২৩ লক্ষ টাকা)।
- **২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দ:** ৬২৩০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি- ৩৩৭৫.০০ লক্ষ টাকা, ডিপিএ- ২৮৫৫.০০ লক্ষ টাকা)।
- **২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ:** ৬০৩৫.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি- ২১৬২.০০ লক্ষ টাকা, ডিপিএ- ৩৮৭৩.০০)।
- **২০২০-২১ অর্থবছরের জুন ২০২১ মাসের অগ্রগতি:** ৩২.১৪ লক্ষ টাকা (জিওবি- ৩২.১৪ লক্ষ টাকা, ডিপিএ- ০.০০)।
- **২০২০-২১ অর্থবছরের জুন ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি:** ৩৪৯১.৪৫ লক্ষ টাকা (জিওবি- ১৭৪০.৬৫ লক্ষ টাকা, ডিপিএ- ১৭৫০.৮০ লক্ষ টাকা)।
- **২০২০-২১ অর্থবছরের ৪র্থ কিস্তি পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি:** ৪৭৮১.৮০ লক্ষ টাকা (জিওবি- ৩০৩১.০০ লক্ষ টাকা, ডিপিএ- ১৭৫০.৮০ লক্ষ টাকা)।
- **ডিপিএ জুন ২০২১ মাস পর্যন্ত সর্বমোট ব্যয়:** ১২৬৬৩.৮৯ লক্ষ টাকা।
- **জুন ২০২১ পর্যন্ত সংযোজনীয় অগ্রগতি:** ২০১৬৪.৭৮ লক্ষ টাকা (জিওবি- ৭৫০০.৮৯ লক্ষ টাকা, ডিপিএ- ১২৬৬৩.৮৯ লক্ষ টাকা) এবং ভৌত অগ্রগতি ২৯.৩৫%।
- **প্রস্তাবিত এডিপি ২০২১-২২:** ২৫১৫০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি- ১৭০৫০.০০ লক্ষ টাকা, ডিপিএ- ১৪৪০০.০০ লক্ষ টাকা)।

৯। ২০২০-২১ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য:

- নতুন জনবল পদ সৃষ্ঠি, নতুন জনবল নিয়োগ এর ফলে অধিদপ্তরের কর্মকান্ড পরিচালনায় আরও গতিশীলতা সৃষ্ঠ হয়েছে, সেইসাথে ঘরে ঘরে একজনকে চাকুরীর সংস্থান করা সরকারের কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে;
- অধিদপ্তরের মাধ্যমে মেরিটাইম প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অধিকতর মনিটরিংয়ের আওতায় আনার ফলে বাংলাদেশের নাবিকদের মান বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে বাংলাদেশে পরিচালিত মেরিটাইম প্রশিক্ষণ ও সনদায়নে কার্যক্রম আন্তর্জাতিক ভাবে অধিকতর গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে;
- নাবিকদের প্রশিক্ষণ ও সনদায়ন কার্যক্রমে সকল ক্ষেত্রে অনলাইন ব্যবস্থা প্রবর্তন করায় এই ক্ষেত্রে সরকারী সেবা প্রদান স্বচ্ছ ও সহজতর হয়েছে;
- কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতেও বাংলাদেশী সীফেয়ারারদের দেশে ও বিদেশে চাকুরীর বাজার সম্প্রসারিত হয়েছ এবং তাদের মাধ্যমে দেশে বৈদেশিক মুদ্রা আয় বৃদ্ধি পেয়েছে;
- গৃহীত ব্যবস্থাদির ফলে বাংলাদেশী নাবিকগণ কোভিড-১৯ হতে অনেকাংশে সুরক্ষিত রয়েছে;
- ডেনমার্ক, পালাও,বেলজিয়ামের সাথে পারস্পরিক সমঝোতা স্বাক্ষরের ফলে ওই সকল দেশের জাহাজে বাংলাদেশী নাবিকদের নিয়োগ বৃদ্ধি পাবে;
- বর্তমান লাইট হাউজ আধুনিকায়ন এবং নতুন লাইট হাউজ স্থাপনের ফলে উপকূলে নৌচলাচলে নিরাপত্তা বৃদ্ধিসহ অবৈধ নৌযান চলাচল রোধ করা সম্ভব হবে;
- আইন সমূহ প্রয়োজনীয় সংশোধন ও বাংলায় প্রবর্তন করায় জনগণের নিকট এগুলোর সহজবোধ্য হয়েছে, সেই সাথে এই সংক্রান্ত সরকারী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে; আইন সংশোধনের ফলে নৌবানিজ্য প্রসারিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ পতাকাবাহী জাহাজ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

কোস্টাল রেডিও স্টেশন

কক্সবাজার

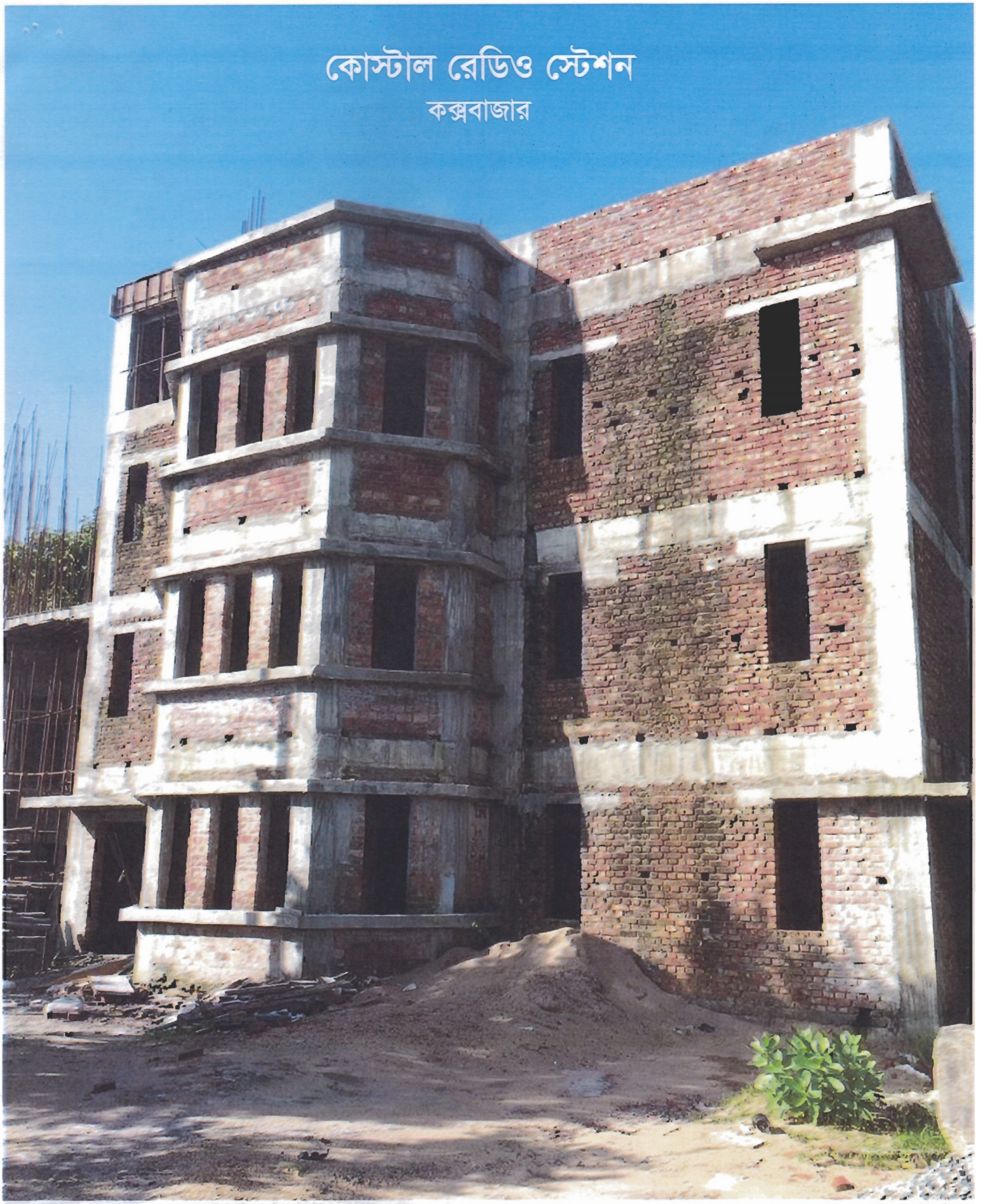

২৪ঘন্টা মেরিটাইম সিকিউরিটি ব্যবস্থাপনা, ভেসেল মনিটরিং সিস্টেম চালুকরণ, শিপ টু শোর এ সার্বক্ষণিক টেলিফোনী অপারেশন সিস্টেম চালুকরা, সার্চ এন্ড রেসকিউ বিষয়ক কর্ম সম্পাদন, বাতিঘরের ডিজিটাল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আধুনিকরণ ও নতুন বাতিঘর নির্মাণ, নৌযানের সঠিক রুটে চলাচলের জন্য LRIT, SSAS, DSC সিস্টেম কার্যক্রম, Maritime Weather Sensor এর মাধ্যমে দুর্যোগ পূর্বকালীন তথ্য সংগ্রহ, অন্যান্য দেশের GMDSS এর সাথে সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে দেশের ৭টি পৃথক উপকূলীয় অঞ্চলে ৭টি কোস্টাল রেডিও স্টেশন স্থাপন করা হচ্ছে। ছবিতে- নির্মাণাধীন কক্সবাজার কোস্টাল রেডিও স্টেশন।

EGIMNS প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকাস্থ আগারগাঁও-এ নৌপরিবহন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় নির্মাণসহ ভেসেল মনিটরিং সিস্টেম চালুকরণ, নেভিগেশনাল এইড ও কমিউনিকেশন সিস্টেমের মাধ্যমে নৌ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য কমান্ড এন্ড কন্ট্রোল সেন্টার স্থাপন কার্যক্রম চলমান।

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন ছক

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : নৌপরিবহন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থার সংখ্যা : ৪টি
প্রতিবেদনাধীন বছর ২০২০-২০২১ প্রতিবেদন প্রস্তুতির তারিখ : ১৯/৭/২০২১খ্রি:

(১) প্রশাসনিক

১. ১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য*
১	২	৩	৪	৫	৬
মন্ত্রণালয়					
অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ/সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)	৩৮১	১৯৭	১৮৪	বর্ণিত পদসমূহের মধ্যে ২৪টি পদ অস্থায়ীভিত্তিতে সৃজিত হয়েছে। যা বছরভিত্তিক নবায়ন করা হয়।	
মোট	৩৮১	১৯৭	১৮৪		

* অনুমোদিত পদের হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ মন্তব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে।

১.২ শূন্যপদের বিন্যাস

অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
-	-	৪৪	৪৩	৭২	২৫	১৮৪

১.৩ অতীব গুরুত্বপূর্ণ (strategic) পদ (অতিরিক্ত সচিব/সমপদমর্যাদাসম্পন্ন/সংস্থা-প্রধান/তদূর্ধ্ব) শূন্য থাকলে তার তালিকা :

অধিদপ্তরের আওতাধীন নৌ-বানিজ্য দপ্তরের প্রিন্সিপাল অফিসার ৩য় গ্রেড কর্মকর্তা পদ শূন্য রয়েছে। অধিদপ্তরের সমমানের পদ মর্যাদার একজন কর্মকর্তার মাধ্যমে উক্ত পদের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

১.৪ শূন্যপদ পূরণে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা :**বড় ধরনের কোন সমস্যা নেই।**

১.৫ অন্যান্য পদের তথ্য

প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের জন্য প্রক্রিয়াধীন পদের সংখ্যা
১	২
-	-

*কোন সংলগ্নী ব্যবহার করার প্রয়োজন নাই।

১.৬ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	৪	৫	২	-	২	

১.৭ ভ্রমণ/পরিদর্শন (দেশে)

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/স্পেশাল এ্যাসিস্টেন্ট	সচিব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন	-	-	-	-
পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রমণ	-	-	-	-

১.৮ ভ্রমণ/পরিদর্শন (বিদেশে)

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা) *	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ স্পেশাল এ্যাসিস্টেন্ট	সচিব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫

* কতদিন বিদেশে ভ্রমণ করেছেন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

১.৯ উপরোক্ত ভ্রমণের পর ভ্রমণ বৃত্তান্ত/পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিলের সংখ্যা

(২) অডিট আপত্তি

২.১ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত)

(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	নৌপরিবহনঅধিদপ্তর, ঢাকা।	২	১১,২৫,০০০/-	২			২	১১,২৫,০০০/-
	নৌবাণিজ্যদপ্তর	৯	৯,১৭,৩১৭/-				৯	৯,১৭,৩১৭/-
	সরকারিসমুদ্রপরিবহনঅফিস	২	১,৩১,৬৯২/-				২	১,৩১,৬৯২/-
	সর্বমোট	১৩	২১,৭৪,০০৯/-				১৩	২১,৭৪,০০৯/-

২.২ অডিট রিপোর্টে গুরুতর/বড় রকমের কোন জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে সেসব কেসসমূহের তালিকা :

গুরুতর/বড় রকমের কোন অডিট আপত্তি অধিদপ্তরের অনুকূলে নেই।

(৩) শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে(২০২০-২১) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরেনিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দন্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
৪	-	১	-	১	৩

(৪) সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত)

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
			২১	-

(৫) মানবসম্পদ উন্নয়ন

৫.১ দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২
২৬	৩২

৫.২ মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০১৮-১৯) কোন ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকলে তার বর্ণনা :

(১) শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য অধিদপ্তর কর্তৃক বৎসরে ৪টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়া অধিদপ্তরের অধিনস্থ অফিসসমূহেও প্রশিক্ষনের আয়োজনকরা হচ্ছে।

৫.৩ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণ বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা: প্রযোজ্য নয়।

৫.৪ মন্ত্রণালয়ে অন্-দ্য-জব ট্রেনিং (OJT)-এর ব্যবস্থা আছে কি-না; না থাকলে অন্-দ্য-জব ট্রেনিং আয়োজন করতে বড় রকমের কোন অসুবিধা আছে কি-না? নাই

৫.৫ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত) প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা : নাই

(৬) সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২

(৭) তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয় /বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারি
১	২	৩	৪	৫	৬
৫৩টি (টিওএন্ডটিতেঅন্তর্ভুক্ত)	আছে	আছে	নাই	৫৭	৮৭

(৮) সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ
(অর্থ বিভাগের জন্য)

(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

		২০২০-২১		২০১৯-২০		হ্রাস(-)/বৃদ্ধির (+) হার	
		লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
১		২	৩	৪	৫	৬	৭
রাজস্ব আয়	ট্যাক্স রেভিনিউ	-	-	-	-	-	-
	নন-ট্যাক্স রেভিনিউ	৪০.৭৩	৩৯.০৩	৪১.৮১	৩৮.১১		
উদ্বৃত্ত (ব্যবসায়িক আয় থেকে)							
লভ্যাংশ হিসাবে							

(৯) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন/সমস্যা-সঙ্কট

৯.১ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন করে থাকলে তার তালিকা :

(১) বাংলাদেশ বাতিঘর আইন,২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে।

(২) অভ্যন্তরীণ নৌ অধ্যাদেশ'১৯৭৬ এবং মার্চেন্ট শিপিং অধ্যাদেশ'১৯৮৩ সংশোধনের খসড়া প্রণয়ন করা হযেছে।

(৩) বাংলাদেশ পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন,২০১৯ এর আওতায় বিধির খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।

৯.২ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সম্পাদিত **গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য** কার্যাবলি :

১। সমুদ্রগামী, ফিশিং, কোস্টাল এবং অভ্যন্তরীণ জাহাজ রেজিস্ট্রেশন, সার্ভেকরণ এবং নতুন জাহাজ নির্মানের নকশা অনুমোদন;

২। সমুদ্রগামী, ফিশিং এবং অভ্যন্তরীণ জাহাজের কর্মকর্তা/নাবিকদের আন্তর্জাতিক মেরিটাইম সংস্থা (আইএমও) এর প্রবর্তিত পদ্ধতি অনুসারে আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত মেরটাইম প্রশিক্ষন মনিটরিং, পরীক্ষা গ্রহন এবং সনদ প্রদান;

৩। নৌপথের নিরাত্তায় ভ্রাম্যমান নৌ-আদালত পরিচালনা করা এবং মেরিন কোর্ট নৌ সংক্রান্ত মামলা দায়ের ও বিচার কার্য পরিচালনায় প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান;

৪। বাংলাদেশী বন্দরে আগত বিদেশী জাহাজ সমূহের উপযুক্ততা নির্দ্ধারণে পোর্টস্টেট কন্ট্রোলের আওতায় পরিদর্শন করন কার্যক্রম পরিচালনা করা;

৫। বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দরে জাহাজের আগমন-নির্গমন অনুমতি প্রদান;

৬। নৌযান সমূহকে দিকনির্দেশনা সুবিধা প্রদানের জন্য উপকূলে বাতিঘর পরিচালনা;

৭। The International Ship and Port Facility Security (ISPS)কোড বাস্তবায়নে কার্যক্রম পরিচালনা করা;

৮। বাংলাদেশের জলসীমায় বিপদগ্রস্থ জাহাজ উদ্ধার ও অনুসন্ধান কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করা;

৯। মেরিটাইম বিধি-বিধান প্রণয়ন ও প্রয়োজনমত সংশোধনের কার্যক্রম পরিচালনা;

১০। বাংলাদেশ কর্তৃক স্বাক্ষরিত নৌ-সম্পর্কীয় আন্তর্জাতিক কনভেনশন সমূহ বাস্তবায়ন এবং দেশের স্বার্থে আন্তর্জাতিক মেরিটাইম কনভেনশন অনুসমর্থনের কার্যক্রম;

১১। অন্যান্য মেরিটাইম দেশের সাথে সম্পাদিত শিপিং চুক্তি বাস্তবায়ন করা;

১২। বাংলাদেশ পতাকাবাহী জাহাজের ব্যবসায়িক স্বার্থ সংরক্ষণ;

১৩। বিদেশী সমুদ্রগামী জাহাজে বাংলাদেশী নাবিকদের নিয়োগ এবং বেতন-ভাতা পাওয়ার ব্যাপারে বাংলাদেশী নাবিকদের স্বার্থরক্ষা করা;

১৪। রপ্তানী পণ্য ওজন সংক্রান্ত Verified Gross Mass এর অনুমতি প্রদান।

৯.৩ **২০২০-২১** অর্থ-বছরে মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি সম্পাদনে বড় রকমের কোন সমস্যা/সঙ্কটের আশঙ্কা করা হলে তার বিবরণ **(সাধারণ/রুটিন প্রকৃতির সমস্যা/সঙ্কট উল্লেখের প্রয়োজন নেই; উদাহরণ: পদ সৃজন, শূন্যপদ পূরণ ইত্যাদি):**

গ্রহনযোগ্য তেমন সংকট নেই।

(১০) মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য সাধন সংক্রান্ত

১০.১ **২০২০-২১**অর্থ-বছরের কার্যাবলির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের আরদ্ধ উদ্দেশ্যাবলি সন্তোষজনকভাবে সাধিত হয়েছে কি? হ্যাঁ

১০.২ উদ্দেশ্যাবলি সাধিত না হয়ে থাকলে তার কারণসমূহ : প্রযোজ্য নয়।

১০.৩ মন্ত্রণালয়ের আরদ্ধ উদ্দেশ্যাবলি আরও দক্ষতা ও সাফল্যের সঙ্গে সাধন করার লক্ষ্যে যে সব ব্যবস্থা/পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, সে সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ